

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

আমরা আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করছি যে, অন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাকে আমরা বাংলাদেশে সম্প্রতি গঠিত হওয়া সরকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র ও সভ্য সরকার বলে জানি, তারা ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচজন প্রবীন অধ্যাপককে তথাকথিত সন্দেহের বশে গ্রেফতার করেছে। সহ উপাচার্য, বিভাগীয় ডীন, বিভাগীয় প্রধানের মতো সম্মানজনক পদমর্যাদায় পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন এই শিক্ষকরা, তাদেরকে সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘটে যাওয়া সরকার বিরোধী অশান্ত ঘটনার নেতৃত্ব দানের সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হলেন,

- অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, বায়োসাইন্সেস ও মৌলিকুলার বায়োলজী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ( DUTA ) এর সাধারণ সম্পাদক।
- অধ্যাপক হারুন - উর - রাশিদ, ডিন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- অধ্যাপক সাইদুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য।
- অধ্যাপক আবদুস সোবহান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগামী শিক্ষক সমিতির আহবায়ক।
- অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সম্মানীয় প্রধান উপদেষ্টা, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী আগ্রাসনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়, এছাড়া এর আগে পরে আর কখনই বাংলাদেশে কোন সরকার নির্বাচিত সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনার জন্য কিংবা সরকার বিরোধী কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহন করার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে গ্রেফতার করেননি (এমনকি পাকিস্তানী সরকারও নয়)। মাননীয়, যেভাবে গভীর রাতে সাদা কাপড়ে নাৎসী বাহিনীর মতো এসে সুশৃংখল পুলিশ বাহিনী এই পাচজনকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে, এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনার প্রশাসন অবশ্যই বাংলাদেশে একটি নূতন ইতিহাসের সূচনা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে এভাবে গ্রেফতার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আপনার সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকে অসম্মান করেছে। একটি চলমান প্রশাসনের সমালোচনা কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন অহিংস আন্দোলনকে গ্রেফতারের পরিবর্তে গঠনমূলক দৃষ্টিতে দেখা উচিত। গ্রেফতারকৃত এই শিক্ষকরা যারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ, তাদের সাথে আপনার প্রশাসন তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের মতো আচরণ করেছে। আমরা কিছুতেই এটা মানতে পারি না যে তারা কোন ধরনের দেশদ্রোহী বা অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত ছিল, হয়তো তারা আপনার প্রশাসনের গৃহীত অনেক নীতি বা কাজের সমালোচক ছিল, কিন্তু তাদেরকে কিছুতেই ২২শে আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এবং তারপর সারা দেশে ঘটে যাওয়া জনতার সহিংস বিক্ষোভের নেপথ্য থাকার জন্য দায়ী করা যায় না। অপরদিকে, আরো লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো, যেসব শিক্ষকরা সমাজে প্রগতিশীল চিন্তা, উদার গনতন্ত্রে বিশ্বাস, ধর্মীয় গোড়ামির উর্ধ্বে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষের শক্তি হিসেবে পরিচিত তাদেরকেই আপনি তুলে নিয়ে গেছেন, জামাত এবং

বি,এন, পি এর সমর্থক যেসব শিক্ষকরা রয়েছেন এবং যারা এই সহিংস বিক্ষোভে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েও ছিলেন, তারা এখনও ধরা - ছোয়ার বাইরেই রয়ে গেছেন। এটা আপনার প্রশাসনের একটি সুচিন্তিত দুরাভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপ নয় কি - মাননীয় উপদেষ্টা, জবাব দিবেন কি?

আমরা সবাই জানি বর্তমান সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্বের বি,এন,পি ও জামাত সরকারের আমলা ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা তৈরী করা দেশব্যাপী প্রচন্ড নৈরাজ্য, অশান্তি, অবাধ দুর্নীতির পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহন করেছেন। আমরা আশা করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল লক্ষ্য হবে - অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা ও নির্বাচনের জন্য সুস্থ পরিস্থিতি ও পরিবেশ নিশ্চিত করা, যদিও আমরা জানি বাংলাদেশে এ সময় আরো অনেক ধরনের বিশৃঙ্খলতা ও সমস্যা বিরাজ করছে। পূর্বের সরকারদের থেকে অন্যরকম হবে ভেবে, আমরা প্রথমে আশার আলো দেখেছিলাম যে, এই সরকার হয়তো আমাদেরকে দুর্নীতি বিরোধী, প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তার গনতন্ত্র উপহার দিবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখছি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অকারনে অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে যাচ্ছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। যদিও সেনাপ্রধান বার বার বলে যাচ্ছেন যে সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে আসার কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু জেনারেল মইন নিজেই আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপারে পক্ষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মনে হয় জেনারেল মইন যেভাবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন ও প্রভাবিত করছেন তাতে আমাদের সেনাবাহিনীর কাছে ভুল সংকেত পৌছেছে আর তারা নিজেদেরকে এদেশের জনগণের ‘প্রভু’ মনে করছে। নতুবা কি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটার পর একটা মানুষের নূন্যতম মূল অধিকার লঙ্ঘনের কাজ হয়ে যাচ্ছে ? সাম্প্রতিক কালে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর যে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে, সেটা শুধু জনগণের প্রতি সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর উগ্র ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরনকেই ব্যক্ত করে। যদিও এটা সত্য যে, প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দেশবাসীর কাছে এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উত্তেজিত ছাত্র সমাজ ও জনগণকে শান্ত করতে কিছু পদক্ষেপও গ্রহন করেছেন, কিন্তু বিনা এজাহারে ও অনৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচ জন সম্মানিত শিক্ষকের গ্রেফতারের ঘটনা আপনার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তুলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতারের ঘটনার বর্ণনা আমাদেরকে আবার ১৯৭১ এর পাক হানাদার বাহিনী আর তার এদেশীয় দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশার কথা সুরণ করিয়ে দেয়, যেখানে আমাদের জাতীয় বীরদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে, মেরে ফেলে জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়ে ছিল, এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছিলেন। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে সেই একাত্তরের জঘন্য অপরাধের আর কোন পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না তাও আবার এই ২০০৭ সালে। এ দেশের

জনগণ পুলিশ কিংবা অন্য কোন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে আর প্রভুর ভূমিকায় দেখতে চায় না। সে জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দিনের কাছে নিম্নোলিখিত দাবী গুলো উত্থাপন করতে চাই :

●পাচ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক এবং দেশব্যাপী যে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হোক।

●তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যেন সঠিকভাবে জনগনের সামনে আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। শুধুমাত্র জনসাধারণকে শান্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করাই যথেষ্ট নয়।

●যেসব সেনা সদস্য আর পুলিশ সদস্য ছাত্রদেরকে দৈহিকভাবে আঘাত করেছে তাদেরকে যতো শীঘ্র সম্ভব কঠিন সাজা দেয়া হোক।

●সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম থেকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রন ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোক। দেশে কিংবা বিদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি বাংলাদেশী নাগরিকের তার নিজের দেশে কি হচ্ছে সেটা জানার পূর্ণ অধিকার আছে। এটা তাদের সহজাত ও জন্মগত অধিকার, কোন সরকারের অনুগ্রহ নয়।

সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রধান দায়িত্ব একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সেটিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করুন আর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনে নির্বাচনের সময় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজের সময় সীমার সংবাদটি জনগণকে পৌছে দিন।

আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি আপনাদের এখনও সময় আছে ভবিষ্যতের সরকারদের জন্য সঠিক উদাহরন রেখে যাওয়ার। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নিলে, ভবিষ্যতের জন্য সেটা সুফল বয়ে আনতে সাহায্য করবে, অন্তত আমরা এটাই বিশ্বাস করি।

আপনার অনুগত,

মুক্তমনা মডারেশন টীম,  
[www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)

২৮শে আগষ্ট, ২০০৭।